বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
www.supremecourt.gov.bd

সার্কুলার নং-০৩ জে, তারিখঃ ০৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২১ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ অধস্তন দেওয়ানী আদালতসমূহ কর্তৃক The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A, 89C ধারার এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালন প্রসঙ্গে।

অধস্তন দেওয়ানী আদালত এবং অর্থ ঋণ আদালতসমূহে কোন মোকদ্দমায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A ধারা এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারার বিধানমতে মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মধ্যস্থতার (Mediation) উদ্যোগ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89C ধারায় উক্ত কার্যবিধির XLI আদেশ এর অধীনে মূল মামলার ডিক্রির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও মধ্যস্থতার (Mediation) পন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও The Arbitration Act, 2001-এর ২২(১) ধারায় এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ ধারাসহ অন্যান্য আইনেও মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে।

০২। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অধস্তন অনেক দেওয়ানী আদালত, দেওয়ানী আপীল আদালত এবং অর্থ ঋণ আদালত মধ্যস্থতা (Mediation) সংক্রান্তে দেওয়ানী কার্যবিধির 89A ও 89C ধারার এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারার বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন না। এই বিধানাবলী প্রয়োগ না করার কারণে দীর্ঘসূত্রিতার মাধ্যমে এক দিকে যেমন মামলাজট বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে আপীল ও রিভিশন মামলার সংখ্যাও সমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, বিচারপ্রার্থী জনগণের সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হচ্ছে।

০৩। The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A ও 89C ধারার এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারার বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে দেওয়ানী মোকদ্দমা, অর্থ ঋণ মামলা এবং আপীলসমূহে আবশ্যিকভাবে মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও The Arbitration Act, 2001-এর ২২(১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনেও মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যে বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। অধস্তন দেওয়ানী আদালত সমূহে মামলা জটহ্রাস করার জন্য মধ্যস্থতা (Mediation) এর মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা সমীচীন মর্মে Supreme Court Special Committe for Judicial Reforms ইতোমধ্যে মতামত প্রদান করেছে। মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলে দেওয়ানী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তিসহ আপীল ও রিভিশনের সংখ্যা কমবে এবং মামলা জটহ্রাস পাবে।

০৪। উল্লেখ্য যে, The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A(1) ধারার বিধান অনুযায়ী মধ্যস্থতা (Mediation) এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আদালত শুনানি মুলতবি রেখে নিজেই মধ্যস্থতা (Mediation) করবেন কিংবা পক্ষগণের আইনজীবী বা আইনজীবীদের নিকট অথবা আইনজীবী নিযুক্ত না হয়ে থাকলে পক্ষ বা পক্ষগণের সম্মতিতে উপধারা (10) অনুসারে জেলা জজ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত প্যানেলের কোন মধ্যস্থতাকারীর নিকট মোকদ্দমাটি মধ্যস্থতার (Mediation) জন্য প্রেরণ করবেন অথবা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ২১ক (১) ধারার অধীন নিয়োগ প্রাপ্ত লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়াও অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২(২) ধারার বিধান অনুযায়ী মামলার পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কোন পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত নয় এমন একজন আইনজীবী অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারী (Mediator) হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে।

০৫। এমতাবস্থায়, অধস্তন দেওয়ানী আদালত এবং আপীল আদালতসমূহকে The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A ও 89C ধারা, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারা, The Arbitration Act, 2001-এর ২২(১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যে বিধান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৬। একইসাথে, The Code of Civil Procedure,1908 এর 89A এর (10) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী দেশের সকল জেলার জেলা জজগণকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে মধ্যস্থতাকারী (Mediator)-গণের একটি হাল-নাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে অত্র কোর্টে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৭। এই সার্কুলারের কোনো নির্দেশনাবলী অনুসরণে কোনো সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে বা কোনো বিচারক কর্তৃক The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A ও 89C ধারার এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারার বিধানসহ মধ্যস্থতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধানাবলী প্রতিপালনে অনীহা বা গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি অত্র কোর্টকে অবহিত করার জন্য স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

স্বা:/-
(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল।
ফোনঃ ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইল rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং- ২০৩৬ জে, তারিখঃ ০৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২১ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

১. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, ঢাকা

৩. জেলা ও দায়রা জজ/মহানগর দায়রা জজ................................ (সকল) (অধীনস্থ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অবগত করার অনুরোধ করা হলো)

৪. বিভাগীয় স্পেশাল জজ/স্পেশাল জজ.. (সকল)

৫. চেয়ারম্যান/সদস্য, প্রশাসনিক অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল আদালত/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আদালত.. (সকল)

৬. চেয়ারম্যান/সদস্য, কোর্ট অব সেটেলম্যান্ট/নিম্নতম মজুরী বোর্ড/কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল................................... (সকল)

৭. বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল/জন নিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল/দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল............................ (সকল)

৮. বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত/সাইবার ট্রাইব্যুনাল/মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল/সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল .... (সকল)

৯. চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট... (সকল)

১০. ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রিসার্চ ইউনিট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

১১. সভাপতি/সেক্রেটারী, জেলা আইনজীবী সমিতি, ... (সকল)

১২. প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, ঢাকা

১৩. সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

১৪. অফিস কপি।

22.06.2022
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার) (ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২।